দর্শনা সড়কের ৭৯ টি গাছ কাটার অপরাধে ৮ জনের বিরুদ্ধে মামলা

দর্শনা পরানপুর মোড় থেকে লোকনাথপুর পর্যন্ত সড়ক নিমার্ন কাজ চলাকালীন অবস্থায় ৭৯টি গাছ কাটার অপরাধে মকুল শাহসহ ৮ জনের বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মামলা হয়েছে।

সড়কের পাশে জমির কৃষকরা তাদের জমির সামনের গাছ বিভিন্ন প্রজাতির ৭৯টি গাছ কেটে নেয়। এ খবর পেয়ে গত ২০/০২/২০২৪ তারিখ বিকাল ৫টার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান, দামুড়হুদা উপজেলা নিবার্হী অফিসার রোকসানা মিতা জেলা পরিষদের নিবার্হী প্রধান মিজানুর রহমান ও সহকারী নিবার্হী ইসরাইল হোসেনসহ বেশ কয়েকজন কর্মকতার্ ঘটনা পরিদর্শন করেন।

এ ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে পরানপুর গ্রামের হাজী গোলজার মিয়ার ছেলে আনোরুল অজিম (৪৫), বাবর আলীর ছেলে খোকন (৪০,সানোয়ার মন্ডলের ছেলে বাবু (৪২), মাসুদ (৪৫) পিতা অজ্ঞাত, নবাব আলীর ছেলে মহসিন আলী, লোকনাথপুর মৃত ওয়াদুদ শাহের ছেলে গ্রামের মুকুল শাহ (৪৫), ইদ্রিস আলী (৪০) পিতা অজ্ঞাত, লোকনাথপুর গ্রামের সদু মিয়ার ছেলে রমজান আলী (৪০), হাবিবুর রহমানের ছেলে গটু (৪৫)সহ আরো ৫/৬ জনের বিরুদ্ধে আসামী করে দর্শনা থানায় একটি মামলা হয়েছে।

এ সব জমির মালিকদের কাছে বিষয়টি জানতে চাইলে জমির মালিকরা বলেন, আমাদের জমির সামনে সড়কের পাশে আমাদের নিজেদের লাগানো এই গাছগুলো। আমাদের গাছ কাটার কোন প্রয়োজন ছিলো না। পরানপুর গ্রামের সার ও কীটনাশক বিক্রেতা বলেন কয়েকদিন আগে সড়ক নিমার্নের সাথে সংশ্লিষ্ট সেলিম উদ্দিন নামে একজন সরকারি পরিচয় দিয়ে বলেন, সড়কের কাজ চলছে আপনাদের যার যার জমির পাশের সড়কের গাছ আছে সেগুলো কেটে নেন। এ কথা শুনার পর আমরা আমাদের জমির সামনের সড়কের পাশের গাছ কেটে নিয়।

এ ছাড়াও কৃষকরা আরো বলেন, আমাদের লাগানো গাছ গুলো কেটে নিয়েছি। আর এঘটনায় এখন আমাদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। আমাদের কি অপরাধ। বিষয়টি সঠিক তদন্ত করে আমাদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যহারের দাবী করছি।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি বিপ্লব কুমার শাহা

বলেন,দর্শনা পরানপুর – লোকনাথপুর সড়কের গাছ কাটার অপরাধে ২১ফেব্রুয়ারি বুধবার ৮ জনের নাম উল্লেক করে অজ্ঞাত ১৫-২০ জনের নামে মামলা হয়েছে যার মামলা নং১৫।

দামুড়হুদায় প্রশাসনের হস্তক্ষেপে বাল্যবিবাহ বন্ধ

দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের হস্তক্ষেপে বন্ধ হলো আরও একটি বাল্যবিবাহ। বরযাত্রীর খাবার গেলো এতিমখানায়। ঘটনাটি ঘটেছে উপজেলার কানাইডাঙ্গা গ্রামে। এ ঘটনায় বর ও কনে উভয় পক্ষকে মোট ১৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

আজ বেলা সাড়ে ১২ টার দিকে। অভিযান পরিচালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সজল কুমার দাস।

জানাগেছে, দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের কানাইডাঙ্গা গ্রামে বাল্যবিবাহর আয়োজন করা হচ্ছে মর্মে সংবাদ পাওয়ায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। এসময় বাল্যবিবাহ বন্ধ করা হয়। বর ঠাকুরপুর গ্রামের আলী হোসেন এর ছেলে শামীম। ঘটনার সত্যতা পেয়ে বর ও কনে পক্ষের দুইজনকে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭ এর ০৮ ধারায় বর পক্ষকে ৮ হাজার এবং কনে পক্ষকে ৫ হাজার, উভয় পক্ষকে মোট ১৩ হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সজল কুমার দাস।

এসময় বরযাত্রী ও অন্য অতিথিদের জন্য রান্না করা খাবার কার্পাসডাঙ্গা মদিনাতুল উলুম মাদ্রাসা ও এতিমখানায় বিতরণ করা হয়। মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় সহযোগিতা করেন দামুড়হুদা কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ফাঁড়ির একটি চৌকস টিম।

চুয়াডাঙ্গায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গায় মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের আয়োজনে আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার সকাল সাড়ে ১০ টায় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরের ডিসি সাহিত্য মঞ্চে জেলা শিল্পকলা একাডেমির পরিচানলায় এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে জেলা প্রশাসন।

চুয়াডাঙ্গার জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমার সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন এমপি।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, আজকের এই দিনটা একদিকে বেদনাবিধুর। আর একদিকে আমাদের শক্তি ও সাহস এগিয়ে চলার পথ প্রদর্শক। বাঙ্গালী জাতীর যা কিছু তার সবই রক্তের বিনিময়ে অর্জন করতে হয়েছে। সেই রক্তকেই আমরা ভুলতে বসেছি। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, শুধু ক্লাসের বই পড়ে শিক্ষীত হলে হবে না। আমাদের দেশটা কিভাবে বাংলাদেশ হয়ে তার ইতিহাস জানতে হবে। ক্লাসের বইয়ের পাশাপাশি স্বাধিনতার ইতিহাস পড়তে হবে। বিজাতী চক্র থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। তিনি আরও বলেন, আমাদের সময় যখন প্রভাতফেরি হতো তখন আমরা খালিপায়ে রাস্তায় হেটেছি। কিন্তু আজকের যুগের ছেলে-মেয়েদের আধুনিকতার ছোঁয়ায় সেটা হারিয়ে গেছে।

আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আরএম ফয়জুর রহমান, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মনজু, চুয়াডাঙ্গার পৌর মেয়র জাহাঙ্গীর আলম মালিক খোকন প্রমুখ।

চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মুন্সী আবু সাইফের প্রাণবন্ত সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় মুল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন চুয়াডাঙ্গা সরকারি আদর্শ মহিলা কলেজের সহযোগী

অধ্যাপক ও বাংলা বিভাগের বিভাগীদ প্রধান ড. মো. আব্দুর রশীদ।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) নাজমুল হামিদ রেজা, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) কবীর হোসেন, স্থানীয় সরকারের উপপরিচালক শারমিন আক্তার, চুয়াডাঙ্গা পৌর ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর আবু রাশেদ, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ফাতেমা-তুজ-জোহরা, সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভুমি) সাজ্জাদ হোসেন, জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মুন্সী আলমগীর হান্নান, জেলা মার্কেটিং অফিসার সহিদুল ইসলাম, এসএ টেলিভিশনের চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি বিপুল আশরাফ সহ জেলা প্রশাসন, পুলিশ বিভাগ, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ।

আলোচনা সভা শেষে চুয়াডাঙ্গা জেলা শিল্পকলা একাডেমির পরিবেশনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

দামুড়হুদায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন

দামুড়হুদায় যথাযোগ্য মর্যাদায় দিনব্যাপী ভাষা শহীদদের স্মরণে শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৪ উদযাপন করা হয়েছে।

দিবসটি উপলক্ষে আজ বুধবার দিনব্যাপি বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়। এর মধ্যে প্রভাতফেরী র্যালি আলোচনা সভা পুরস্কার বিতরণী সংগীতানুষ্ঠান ও সকল শহিদদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে আজ সকালে প্রভাতফেরী র্যালী শেষে দামুড়হুদা শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম মাঠে সহিদ মিনারে সরকারি প্রতিষ্ঠান সহ বিভিন্ন সংগঠন পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। পরে সংগীতানুষ্ঠান আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রোকসানা

মিতা।

এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি সজল কুমার দাস, উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবীদ শারমিন আক্তার, দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি তদন্ত মাহবুবুর রহমান, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী, সদর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শফিউল কবির ইউসুফ, দামুড়হুদা প্রেসক্লাব সভাপতি এম নুরুন্নবী, উপজেলা সমবায় অফিসার হারুন অর রসিদ প্রমূখ।

দুপুরে ও বিকালে মসজিদ মন্দির সহ বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে সকল শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

চুয়াডাঙ্গায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত

চুয়াডাঙ্গায় যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালিত হয়েছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও শহীদ দিবস। বুধবার একুশে ফেব্রুয়ারির প্রথম প্রহরে রাত বারোটা এক মিনিটে চুয়াডাঙ্গার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানানোর জন্য একতা হয় চুয়াডাঙ্গা জেলার রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক স্বেচ্ছাসেবী ও পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এ সময় তারা ফুল দিয়ে ভাষা শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

রাত বারোটা এক মিনিটে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন এমপি প্রথমে ফুল দিয়ে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ভাষা শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

এরপর চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান পিপিএম- সেবা,

হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের উপাধ্যক্ষ ফারজানা কেতকী, শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক নজরুল ইসলাম সহ সরকারি কলেজের শিক্ষক পরিষদের শিক্ষক মন্ডলী বৃন্দ।

এ সময় চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ও চুয়াডাঙ্গা জেলা শিল্পকলার যৌথ আয়োজনে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠিত হয় এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরবর্তীতে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বিজয়েরদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারে কয়েদির মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গায় চুরি মামলায় জেলা কারাগারে থাকা আসামি মিঠু মিয়া
(৪০) নামের এক কয়েদির মৃত্যু হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার (২০ ফেব্রুয়ারি) রাত সাড়ে ১১টার দিকে জেলা কারাগার থেকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগে ভর্তির কিছুক্ষণ পর তার মৃত্যু হয়। মিঠু মিয়া দামুড়হুদা উপজেলার হোগলডাঙ্গা গ্রামের ফজলু মিয়ার ছেলে। সে দামুড়হুদা থানার ১৮/২৪ নং মামলার ৩৭৯/৪১১ ধারার আসামি।

পরিবারের দাবি মিথ্যে চুরির অপবাদে গণপিটুনি ও পুলিশি নির্যাতনের কারণে মিঠু মারাগেছে। আমরা এ ঘটনার সুষ্ট তদন্ত পূর্বক দোষিদের শাস্তি চাই।

বুধবার রাত সাড়ে ১২টার দিকে তার মৃত্যু নিশ্চিত করেন চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরী বিভাগে কর্মরত ডা. আল ইমরান জুয়েল।

চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারের ভারপ্রাপ্ত জেল সুপার দেওয়ান মোহাম্মদ তারিকুল ইসলাম জানান, মিঠু মিয়া গত ১৭ ফেব্রুয়ারি একটি চুরি মামলায় কারাগারে আসেন। মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে তিনি অসুস্থবোধ করেন। এসময় দ্রুত তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়। হাসপাতালে চিকিৎসাধিন অবস্থায় রাত সাড়ে ১২ টার দিকে

চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত মিঠু মিয়ার বড় ভাই বাবলু, বড় বোন দলিয়ারা খাতুন, দুলাভাই ছুরাপ হোসেন, চাচা আব্দুল হান্নান ও প্রতিবেশী বাবু জানান, মিঠু রাজ মিস্ত্রির কাজ করতো। ঘটনার রাতে মিঠু রাস্তায় হাটতে হাটতে মোবাইলে কথা বলছিল। এক পর্যায় গ্রামের শেষ পাড়ার কয়েক জন তাকে ধরে বেধড়ক মারপিট করে ও রাস্তায় ফেলে চটকায়। পরে তাকে নতিপোতা ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ড ভগিরথপুর গ্রামের ইকতার মেম্বারের বাড়ি আটকে রাখে। সংবাদ পেয়ে আমরা মেম্বারের বাড়িতে গেলে মিঠুর সাথে আমাদের দেখা করতে বা কথা বলতে দেয়নি। পরে তাকে ভগিরথপুর ক্যাম্প পুলিশের কাছে দেওয়া হয়।

মিঠুকে ক্যাম্পে দেওয়ার পর দুলাভাই ছুরাপ হোসেন তার সাথে দেখা করে। এসময় মিঠুর কান ও নাক দিয়ে রক্ত পানি ঝরছিল বলে জানান ছুরাপ।

দুলাভাই ছুরাপ হোসেন অভিযোগ করে বলেন, পুলিশ ক্যাম্পে মিঠুকে দেওয়ার পর মেম্বার ইকতার আমাকে বলে পুলিশকে ১৫ হাজার টাকা দিতে হবে। টাকা না দিলে পুলিশ রাতে মিঠুকে মারবে। কিন্তু ওই রাতে আমরা টাকা ম্যানেজ করতে পারেনি।

নতিপোতা ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ড ভগিরথপুর গ্রামের ইকতার মেম্বার এ অভিযোগ অশিকার করেছেন।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক আল ইমরান জুয়েল জানান, গতকাল মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে জেলা কারাগারের পুলিশ সদস্যরা এক কয়েদীকে বুকে ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে নিয়ে আসেন। হাসপাতালের পুরুষ মেডিসিন ওয়ার্ডে ভর্তির ২০-২৫ মিনিট পরেই তার মৃত্যু হয়। তার মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে।

দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আলমগীর কবির জানান, গত ১৬ ফেব্রুয়ারি রাতে ভ্যান চুরির অপরাধে স্থানীয়রা মিঠু মিয়া নামের এক ব্যক্তিকে গণধোলাই দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাকে আটক করে। পরদিন সকালে তাকে চুরির মামলায় আদালতে প্রেরণ করা হয়।

জীবননগরে শহীদ দিবস ও আন্তজার্তিক মাতৃভাষা দিবস পালিত

জীবননগরে যথাযোগ্য মর্যদার মধ্যে ২১ শে ফেব্রয়ারি শহীদ দিবস ও আন্তজার্তিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হয়েছে।

আজ বুধবার সকালে শহীদ দিবস ও আন্তজার্তিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে জীবননগর উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে একটি প্রভাতফেরীর র্যালী বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে উপজেলা পরিষদের হলরুমে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার হাসিনা মমতাজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, জীবননগর উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী, উপজেলার সহকারী কমিশনার ভূমি তিথি মিত্র, বীর মুক্তিযোদ্ধা বদর উদ্দিন প্রমুখ।

দামুড়হুদায় একুশের প্রথম প্রহরে শহীদ মিনারে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি’ এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বিনম্র শ্রদ্ধা ও যথাযথ মর্যাদায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও শহীদ দিবসে ভাষা শহীদদের

স্মরণ করেছে দামুড়হুদা উপজেলার বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ।

এ উপলক্ষে রাত ১২টা ১ মিনিটে উপজেলার শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম প্রাঙ্গণে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে শহীদ মিনারে প্রথমেই পুষ্পস্তাবক অর্পণ করেন চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের সাংসদ সদস্য হাজী মো: আলী আজগার টগর, দামুড়হুদা উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, এরপরে একে একে দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসন, দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদ, দামুড়হুদা মডেল থানা, দর্শনা থানা, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, দর্শনা পৌরসভা, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন, উপজেলা আওয়ামী লীগ, দামুড়হুদা প্রেসক্লাব, উপজেলা যুবলীগ, উপজেলা শ্রমিক লীগ, উপজেলা সাব রেজিস্ট্রার, আব্দুল ওদুদ শাহ ডিগ্রি কলেজে, উপজেলা ছাত্রলীগ সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এনজিও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন শহীদ মিনারে পুস্তক অর্পণ করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা আছির উদ্দিন, বীর মুক্তিযোদ্ধা রুস্তম আলী, দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু, উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সাহিদা খাতুন, দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা, উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি সজল কুমার দাস, উপজেলা কৃষি অফিসার শারমিন আক্তার, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবীর, দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি বিপ্লব কুমার সাহা, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী, সদর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শফিউল কবির ইউসুফ, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি এম নুরুন্নবী প্রমূখ।

দর্শনা পরানপুর মোড় থেকে লোকনাথপুর পর্যন্ত সড়কের ৭৯টি গাছ কেটে সাবাড়

দর্শনা পরানপুর মোড় থেকে লোকনাথপুর পর্যন্ত সড়ক নিমার্ন কাজ চলছে। আর এই সুযোগে সড়কের পাশে বিভিন্ন প্রজাতির ৭৯টি গাছ কেটে সাবাড় করেছে অসাধু ব্যক্তি।

এ খবর পেয়ে আজ বিকাল ৫টার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মনজু, দামুড়হুদা উপজেলা নিবার্হী অফিসার রোকসানা মিতা জেলা পরিষদের নিবার্হী প্রধান মিজানুর রহমান ও সহকারী নিবার্হী ইসরাইল হোসেনসহ বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা পরানপুর দক্ষিন পাড়া মোড়ে আসে।
এসময় উপজেলা নিবার্হী অফিসার রোকসানা মিতা বলেন, জেলা পরিষদ আমাদের আইনি ব্যবস্থা নিতে বল্লে আমি আইনি ব্যবস্থা নেব।

এসময় জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বলেন, যে গাছগুলো কেটে ফেলেছে সে গুলো আগে উদ্ধার করা হোক তারপর কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এরপর পুলিশ ডেকে গাছগুলো উদ্ধার কাজ শুরু করেছে। স্থানী লোকজন জানান, জেলা পরিষদের একজন সরকারী লোক এসে বলেছে যার যার জমির সামনে যে গাছগুলো কেটে নেওয়ার কথা। এরপর হাজী গোলজার মিয়ার জমির রাস্তার পাশের গাছগুলো কেটে নেয়।

এ খবর পেয়ে সড়কের পাশের জমির মালিক পরানপুর গ্রামের মৃত গোলজার হাজীর ছেলে আনারুল আজিম ১০টা, বাবর আলী ছেলে খোকন ৪টি, লোকনাথপুর মৃত ওয়াদুদ শাহের ছেলে গ্রামের মুকুল শাহ ৩টি, ইদ্রিস আলী ৪টি, মদু মিয়ার ছেলে জামাল উদ্দিন ৪টি, মাও হাবিবুর মওলানার ছেলে ৩টি, লাউ ক্ষেতের পাশে ৩টি ও গম ক্ষেতের পাশ থেকে ১টি মেহুগুনি গাছ কেটে নেয় জমির মালিকরা। এছাড়া পরানপুর গ্রামের সানোয়ার মন্ডলের ছেলে বাবু ৩টি,আকবার আলীর ছেলে মাসুদ ৬টি, ফেলু মন্ডলের ছেলে ইসরাফিল হোসেন ৪টি ও আব্দুর রব ২টি, নবাব আলীর ছেলে মহসিন ১৩টি, গাছগুলো কেটে নেয়।

এ সুযোগে কিছু সুযোগসন্ধানী লোক সড়কের পাশের ৭৯টি গাছ কেটে ফেলেছে। কেউ কেউ গাছ কেটে বিক্রীও করেছে। কেউ বাড়ি বাড়ি জমা করে রেখেছে। এ বিষয় জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মঞ্জু জেলা পরিষদের কর্মকতার্দের নির্দেশ দেন পুলিশ সাথে নিয়ে কাটা গাছগুলো যেখানে আছে উদ্ধার করে দর্শনা ডাকবাংলো চত্বরে রাখার। কেউ যদি কোন সো মিলে রাখে সেখান থেকে উদ্ধার করার নির্দেশ প্রদান করেন।

দামুড়হুদায় অন্যের গরু নিজের বলে দাবী করে জয়রামপুরের বাবু বিপাকে

দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর গ্রামের বাবু অন্যের গরু নিজের বলে দাবী করে এখন বিপাকে। আজ মঙ্গলবার বেলা ২ টার দিকে উপজেলার ছোট দুধপাতিলায় এঘটনা ঘটে।

সরজমিনে জানাগেছে, দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের ছোটদুধপাতিলা গ্রামের আব্দুল হাকিম এর ছেলে আহসান হাবীব সে একজন গরুর ব্যাপারী। গরু কেনাবেচা করে।

গত সোমবার ডুগডুগি পশুহাট থেকে ৪৮ হাজার টাকায় একটা লালচে রং এর গরুর বাছুর কেনে। কিন্তু উপজেলার জয়রামপুর কলোনী পাড়ার মৃত নূর হোসেনের ছেলে রিপন হোসেন বাবু’র সোমবার দিবাগত রাত ৩ টার পরে যেকোন সময় তার গোয়ালঘর থেকে লালচে রঙের একটি গরুর বাছুর চুরি হয়ে যাই। গরু চুরির বিষয়ে সে একটি জিডিও করে থানায়।

আজ মঙ্গলবার সকালে সে সন্ধান পায় ছোট দুধ পাতিলা গ্রামে একটি লালচে রঙের গরুর বাছুর আছে। সেখানে গিয়ে সে গরুটিকে নিজের বলে দাবি করে। সেখানে ৩ টি গরু ছিলো। হাউলী ইউপি সদস্য শহিদুল ইসলাম বাবু’র স্ত্রীকে গরু সনাক্ত করতে বল্লে সে অন্য একটি গরু সনাক্ত করে এবং বাবু আর একটি গরু সনাক্ত করে। স্বামী স্ত্রী দুইজন দুইটা গরু সনাক্ত করে। তখনি বাঁধে-বিপত্তি। ঘটনার সংবাদ পেয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং গরুটি উদ্ধার করে হাউলী ৫ নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য শহিদুল ইসলামের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়।

ছোট দুধ পাতিলার গরুর ব্যাপারী আহসান হাবীব গরুটি যার কাছ থেকে কেনা হয়েছে তাকে সন্ধান করে বাছুর গরুটি নিয়ে উপজেলার কুড়ালগাছি ইউনিয়নের সদাবাড়ি গ্রামে গরুর আসল মালিকের বাড়ি যাওয়া হয়। গরুর বাছুর টি ছেড়ে দিলে দৌড়ে তার মা গাভী গরুর কাছে চলে গিয়ে দুধ পান করে। গরুর মালিক এবং স্থানীয় পাড়া-প্রতিবেশী বলেন এই বাছুর গরুটি তারা বিক্রি করেছেন। সেখানে প্রমাণ হয় গরুটি ছোটদুধপাতিলা গ্রামের ব্যাপারী আহসান হাবীব আসলেই কিনেছে। এটা চোরাই গরু নয়। জয়রামপুরের বাবু যে গরুটি নিজের বলে দাবি করছে সে সম্পূর্ণ

মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন বানোয়াট তথ্য দিয়ে মানুষজন এবং পুলিশকে বিভ্রান্তি করেছে। প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে গরুটিকে নিজের বলে দাবি করে কুক্ষিগত করার চেষ্টা করেছে। এলাকাবাসী দাবি তুলেছে এই প্রতারককে আইনের আওতায় এনে শাস্তি হওয়া উচিত।

এবিষয়ে আহসান হাবীব বলেন, এলাকাবাসী ও পুলিশ কে মিথ্যা তথ্য দিয়েছে। বাবু আমাকে হেনস্থা করেছে। মানুষজনের সামনে আমাকে চোর সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেছে। আমি বাবুর নামে দামুড়হুদা মডেল থানায় মান হানীর মামলা করবো। আমি এর উপযুক্ত বিচার চাই। বাবু বলেছে ৮/ ৯ মাস ধরে গরুটি তারা পুষছে। তাহলে তারা নিজের গরু চিনতে পারছে না। তারা ইচ্ছা করেই আমাকে চোর সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেছে। আমার গরুটি ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। আমি যে গরুটি কিনেছি সেটা একটা বাছুর গরু এখনো সে দুধ খায়।

এবিষয়ে হাউলী ইউপি সদস্য ও প্যানেল চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম বলেন, আমার প্রতিবেশী আঃ হাকিম এর ছেলে আহসান হাবীব গত সোমবার ডুগডুগি গরুর হাট থেকে একটি গরুর বাছুর কেনে।

কিন্তুু জয়রামপুরের মৃত: নুর হোসেন এর ছেলে রিপন হোসেন বাবু বাছুর গরুটিকে নিজের বলে দাবি করলে দামুড়হুদা মডেল থানার এস আই তৌহিদ গরুটি আমার হেফাজতে রাখে। তখন আমি আমার প্রতিবেশী কে বলি গরুটি কার কাছ থেকে কেনা হয়েছে তার সন্ধান করো এবং সেখানে চলো। তারপর আমরা বাবু’র ভাই সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সেখানে যায়। কিন্তু বাবু আমাদের সাথে যায়নি। গরুর আসল মালিকের বাড়ি গিয়ে আমরা প্রমাণ করতে সক্ষম হয় গরুটি আসলে চোরাই গরু নয়। গরুটি আসলেই ক্রয়কৃত গরু। বাবু আমাদের মিথ্যা বলেছে। আসলে গরুর বাছুর টি বাবুর নয়। তবে এটাও সত্যি যে বাবুর একটি গরু হারিয়ে গেছে। কিন্তু এই গরুটি তার নয়।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবির বলেন,যার গরু তার সত্যতা পাওয়া গেছে।একজনের গরু যদি অন্য একজন যদি মিথ্যাভাবে দাবি করে তাহলে লিখিত অভিযোগ দায়ের করলে তদন্তপূর্বক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।